Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Maagh 01, 1430 Bangla, January 15, 2024, Monday, No. 15, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina says they will ensure exemplary punishment to the arsonists and the masterminds behind the heinous acts so that none can burn the people to death alive in future.
(R. Today: 13, R. Teheran: 7)

AL GS Obaidul Quader acknowledges the significant burden placed on low and middle-income people due to escalating prices of daily essentials. He assures to maintain affordable price of these commodities.
(VOA: 5)

Ruling out any external pressure, Foreign Minister Hasan Mahmud says Bangladesh will stick to its foreign policy principle "friendship to all, malice towards none" against the backdrop of a divided world.
(VOA: 7)

State Minister for Information and Broadcasting M. Ali Arafat says, it is harmful for democracy and commoners if any individual or group misuses the freedom of expression, free flow of information and freedom of mass media through spreading propaganda and falsehood. (R. Today: 13)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi says, "The govt will fall in people's movement and election must be held under a caretaker government. There is no alternative to the caretaker govt for free and fair elections."
(R. Today: 14)

Political analyst Zobaida Nasreen says that there is no visible violence in politics but it has led to one-party rule instead of stabilizing politics. (BBC: 4)

The new govt has no accountability to the people. Rather, the people will be responsible to the government. If any action is not liked, no immediate protest or reaction can be expressed. (DW: 11)

Many independent MPs are waiting for a decision from PM Sheikh Hasina as it is not yet clear whether they will form an alliance to play the role of the opposition in the parliament. (DW: 8)

Farmers are worried about crop damage as well as livelihoods as severe cold wave is sweeping across the country for a week. At present, there are several winter crops in the field. (BBC: 3)

A polling agent of a defeated independent candidate in Noakhali-2 constituency has been hacked to death at Sonaimuri upazila. (R. Today: 14)

The High Court has ordered the authorities concerned to recruit 285 people with disabilities on the basis of quota in government primary schools in upazilas of the country. (R. Today: 14)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ০১, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ১৫, ২০২৪, সোমবার, নং- ১৫, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অগ্নিসংযোগকারী ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের মূল হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ভবিষ্যতে কেউ যাতে জনগণকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন। (রে. টুডে: ১৩, রে. তেহেরান: ৭)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ আছে বলে স্বীকার করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে সরকার এই পণ্যগুলির ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (ভোয়া: ৫)

বিভক্ত বিশ্বের পটভূমিতে যেকোনও বহিরাগত চাপকে নাকচ করে দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্র নীতির নীতি- "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়"-তে অটল থাকবে। (ভোয়া: ৭)

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তা গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। (রে. টুডে: ১৩)

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, জনগণের আন্দোলনে সরকারের পতন হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন দিতে হবে। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নাই। (রে. টুডে: ১৪)

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরিন বলন, রাজনীতিতে দৃশ্যমান সহিংসতা নেই সত্যি কিন্তু এটি রাজনীতিকে স্থিতিশীল না করে একদলীয় শাসনের দিকে নিয়ে গেছে। (বিবিসি: ৪)

জনগণের প্রতি নতুন সরকারের কোনই দায়বদ্ধতা নেই। বরং জনগণের দায়বদ্ধতা থাকবে সরকারের প্রতি। জনগণের দায়িত্ব হবে সরকারের গৃহিত প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন জানানো। যদি কোনো একটি কাজ পছন্দ নাও হয়, তবুও তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা যাবে না। (ডয়চে ভেলে: ১১)

অনেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন কারণ তারা সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে জোট গঠন করবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। (ডয়চে ভেলে: ৮)

সারা দেশে চলা সপ্তাহব্যাপী তীব্র শীতে নাকাল জনজীবনের পাশাপাশি ফসলের ক্ষতি নিয়েও কিন্তু উদ্বিগ্ন কৃষকরা। জানুয়ারির এ সময় মাঠে রয়েছে শীতকালীন বেশ কিছু ফসল। (বিবিসি: ৩)

সোনাইমুড়ী উপজেলার নাটেশ্বর ইউনিয়নের মির্জানগর গ্রামে নোয়াখালী-২ আসনে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক পোলিং এজেন্টকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। (রে. টুডে: ১৪)

দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটার ভিত্তিতে ২৮৫ জন প্রতিবন্ধীকে নিয়োগ দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। (রে. টুডে: ১৪)

বিবিসি

তীব্র শীতে কাবু জনজীবন, ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জে সিরাজদিখান উপজেলার কৃষক মো. বিল্লাল হোসেন মোল্লা পাঁচ একর জমিতে আলু, বেগুন, সরিষা, লাল শাক, চিয়া সিডসহ শীতের বিভিন্ন সবজি চাষ করেছেন। তিনি জানান, কিছুদিন আগে বৃষ্টিতে আলুর বেশ ক্ষতি হয়েছে। এখন আবার তীব্র শীতের কারণে ফসল নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। মি. মোল্লা জানান, "শীতে আলুতে আর কোনও ঝামেলা যাতে না হয় সে জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ স্প্রে করছি নিয়মিত।" সারা দেশে চলা সপ্তাহব্যাপী তীব্র শীতে নাকাল জনজীবনের পাশাপাশি ফসলের ক্ষতি নিয়েও কিন্তু উদ্বিগ্ন কৃষকরা। জানুয়ারির এ সময় বোরো ধান, আলু, ডাল, তৈলবীজ জাতীয় ফসলসহ মাঠে রয়েছে শীতকালীন বেশ কিছু ফসল। নিম্ন তাপমাত্রা ও কুয়াশা-যুক্ত আবহাওয়ার কারণে এসব ফসল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই কৃষি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে এসব ফসল রক্ষায় বাড়তি যত্ন ও ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। সারা দেশব্যাপী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মে মাস পর্যন্ত বোরো ধানের মৌসুম চলে। এ সময় বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। ধানের বয়স ৪০ দিন বা ৪৫ দিন হলে চারা তুলে মাঠে রোপণ করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোসাম্মৎ সালমা পারভীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সপ্তাহব্যাপী তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে বীজতলায় থাকা চারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির নিচে চলে গেলে ধানের চারাগাছ হলুদ হয়ে যেতে পারে, তখন তা খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। চারা মরে যেতে পারে। চারা যাতে মরে না যায় সেজন্য স্বচ্ছ সাদা পলিথিন দিয়ে বাঁশের মাচার মতো তৈরি করে বীজতলা ঢেকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি আমরা। তা ছাড়া এই তীব্র শীতের কারণে চারাগাছ যাতে মরে না যায় তাই আরো এক সপ্তাহ পরে বীজতলা থেকে চারা তুলে রোপণ করতেও বলা হচ্ছে", জানান মিস পারভীন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ফারুক বিন হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রাতের তাপমাত্রা যখন ২০ ডিগ্রির নিচে চলে আসে ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য আর্দ্রতা ৮০ বা ৯০ পারসেন্ট হয়ে যায় তখন শীতকালীন ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়। এ সময় মূলত আলু, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল চাষ হয়। ঠান্ডা ও ভেজা আবহাওয়া এসব ফসলে রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূল। তাই ফসল রক্ষায় বাড়তি সতর্কতা নিতে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়", জানান মি. হোসেন। "এই তীব্র শীতে আলুতে ব্যাপক হারে মড়ক রোগের আক্রমণ হয়। কুয়াশা-যুক্ত আবহাওয়ায় মড়ক রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দ্রুত লতাপাতা ও কাণ্ডসহ পচে যায়। দুই-তিনদিনের মধ্যেই মাঠের সমস্ত গাছই মরে যেতে পারে। এছাড়া তাপমাত্রা আরো নেমে গেলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মসুর ডাল। গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হয়। তাই রোগের আক্রমণ এড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুবা ব্যাপক ফসলহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে" বলছেন মি. হোসেন। তার পরামর্শ, "মসুর ডালে গোড়া পচা রোগ দমনে অটোস্টির-৫০ ডাব্লিউ পি নামে ওষুধটি প্রতি লিটার পানিতে দশমিক দুই গ্রাম মিশিয়ে সাত থেকে দশদিন পরপর দুই-তিনবার গাছের গোড়া ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।" এছাড়া তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি থেকে ১৮ ডিগ্রি ও আর্দ্রতা ৮০ থেকে ৯০ পারসেন্ট হলে সরিষাতে কাণ্ড পচা রোগ দেখা দেয়। এ রকম আবহাওয়ায় যদি এ রোগ দেখা দেয় তাহলে ধ্বংসাত্মক অবস্থা দেখা দেয়। কাণ্ড পচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে রোভরাল দুই গ্রাম মিশিয়ে তিনবার ফসলে স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ফারুক বিন হোসেন। মি. হোসেন জানান, "তীব্র শীত বা শৈত্যপ্রবাহে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি রোধে খুব সাবধান থাকতে হয়। নিয়মিত হারে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিলে অনেক ক্ষতি রোধ করা যায়।"

বগুড়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মো. মতলুবার রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এ রকম আবহাওয়ায় আলুর মড়ক রোগ এড়াতে কৃষকদের প্রতি লিটার পানিতে তিন গ্রাম হারে ম্যানকোজেব ছত্রাক-নাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছি।" এছাড়া যেসব আলুর বয়স ৬০ দিনের উপরে, সেগুলোর জন্য আলাদা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। "শৈত্যপ্রবাহের কারণে বীজতলার চারা হলুদ বা ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই কৃষকদের বীজতলা রক্ষায় প্রতি শতাংশ জমিতে ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া ও জিপসাম ৪০০ গ্রাম দিতে হবে। সম্ভব হলে রাতের বেলা পানি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। সকালে পানিটা বের করে দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের", বলেন মি. রহমান। তিনি আরও জানান, "যেসব বীজতলার চারার বয়স বেশি হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষতি হবে না। তবে, যেগুলোতে নতুন বপন করা হচ্ছে সেগুলোতে ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা থাকে।"

এছাড়া মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটোসহ শীতকালীন সবজি এখনো মাঠে রয়েছে। তবে এগুলো সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বলে জানান তিনি। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রোববার বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কক্সবাজারের টেকনাফে ২৭ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজশাহী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, চুয়াডাঙ্গায় যে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে তা আরো থাকবে বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে, কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি পার হতে পারে। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করবে, দিনের তাপমাত্রা বাড়বে না আরো দুইদিন। সূর্যের আলো দেখা দেবে না। ফলে সার্বিকভাবে আগামী দুই দিনে শীতের তীব্র অনুভূতি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তারা আরও জানিয়েছে, ১৬ই জানুয়ারি থেকে রাতের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। ১৭ ই জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেঘ দেখা যেতে পারে। ১৮ ও ১৯ শে জানুয়ারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার রয়েছে। রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু জায়গায় হালকা অথবা গুঁড়ি

গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কুয়াশা অনেকখানি কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের তাপমাত্রা কিছুটা নেমে গেলেও মানুষের মাঝে তীব্র শীতের যে অস্বস্তিকর অবস্থা তা থাকবে না। কারণ সকালের দিকে সূর্যের দেখা মিললে দিনের তাপমাত্রা বাড়বে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.১.২৪ রিহাব)

নির্বাচন শেষ, এখন কি রাজনীতিতে শান্তি ফিরবে?

বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর বর্জন সত্ত্বেও সংসদ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে। পাশাপাশি হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি থেকেও সরে এসেছে বিএনপি। কিন্তু তারপরেও নির্বাচনের আগে কয়েক মাসের সহিংস ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির পর নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কতটা এলো সেই প্রশ্নও এখনো আলোচনায় আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলো নির্বাচনটি অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে। তবে বিরোধী দল বিএনপি সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের দিন পর্যন্ত হরতাল পালন করলেও নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত এ জাতীয় কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করেনি। দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী রোববার বলেছেন 'সরকার আরও একটি ইলেকশন ক্রাইম করায় তাদের নিরাপদ প্রস্থানের পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে' এবং আন্দোলনের মুখেই তাদের পতন ঘটানোর আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, "নতুন সরকার দেশি বিদেশি চাপ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। তার অভিযোগ দেশের 'অর্থনীতিকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে।" সবমিলিয়ে আপাতত দৃশ্যমান রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সরকারের সামনে না থাকলেও এতে করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে কি-না বা আসার ইঙ্গিত মিলছে কি-না সেই প্রশ্নও এখন বড় হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরিন বলছেন, রাজনীতিতে দৃশ্যমান সহিংসতা নেই সত্যি কিন্তু এটি রাজনীতিকে স্থিতিশীল না করে একদলীয় শাসনের দিকে নিয়ে গেছে। অন্যটিকে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, "দেশে বিরোধী দল বিহীন গণতন্ত্রের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে। এখন তার সাথে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হলে এখনকার আপাত স্থিতিশীল পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে," বলছিলেন তিনি। তবে তারা দুজনেই বলেছেন পরিস্থিতি কোন দিকে যায় কিংবা স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে টেকসই স্থিতিশীলতা আসে কি-না সেটি বুঝতে আরও সময় লাগবে।

আওয়ামী লীগ যা বলছে

নির্বাচনের পর দ্রুততার সাথে সরকার গঠনের কাজ শেষ করলেও সরকারের শীর্ষ নেতাদের মুখ থেকেই নানা ধরনের চাপের কথা উঠে আসছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা নির্বাচনকে গ্রহণ করেনি। এখন তারা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সরকার। শপথ গ্রহণের পর রোববার প্রথম সচিবালয়ে অফিস করেছেন নতুন সরকারের মন্ত্রীরা। সেখানেই সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচনের আগের পরিস্থিতি তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সরকার দেশি–বিদেশি সব চাপ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে বলে জানান মি. কাদের। এর আগে নির্বাচনের পর থেকেই মি. কাদেরসহ সিনিয়র নেতারা বারবারই বলেছেন যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সরকারকে। বিশেষ করে 'অর্থনৈতিক সংকটে'র প্রসঙ্গটি কীভাবে মোকাবেলা হবে তা নিয়ে দলের ভেতরে বাইরে উদ্বেগ আছে। দলের নেতারা অনেকেই মনে করেন বিরোধী দল ছাড়া নির্বাচন করে সরকার গঠন করার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও অর্থনৈতিক সংকট না কাটলে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে যেতে পারে। অবশ্য নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী রোববার তার প্রথম কর্মদিবসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। বিশ্লেষক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন এ চ্যালেঞ্জটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সামাল দেয়ার ওপরই নির্ভর করবে টেকসই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

বিএনপি এখন কী করবে

দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছেন আপাতত বড় ধরনের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আর যাচ্ছে না দলটি। অবশ্য নির্বাচনের পর থেকেই কার্যত আর কোন কর্মসূচি দেয়নি তারা। এর মধ্যে কয়েকটি সমমনা দলগুলোর সঙ্গে নতুন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা। এসব আলোচনায় নিজেদের সাফল্য-ব্যর্থতা মূল্যায়নের প্রসঙ্গ এসেছে, বিশেষ করে কয়েক দফা ক্ষমতায় থাকা বিএনপি কেন পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন পেয়েও চূড়ান্ত কূটনৈতিক বিজয় আনার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলোনা-সেই প্রশ্ন এসেছে জোটসঙ্গীদের দিক থেকে। বিএনপি নেতারা অবশ্য বলছেন ভারতের কারণেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত তৈরি করা যায়নি, তবে নির্বাচনকে যে প্রকাশ্যে পশ্চিমারা গ্রহণ করেনি সেটিকে তারা সাফল্যই মনে করছেন। এখন সরকার গঠন হয়ে যাওয়ায় দলটির নেতারা মনে করছেন স্বাভাবিক রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জেলে থাকা অসংখ্য নেতাকর্মীর মুক্তিই এখন আপাতত প্রাধান্য পাবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন দলের নেতারা।

রুহুল কবির রিজভী রোববারের সংবাদ সম্মেলনে ভারতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন আওয়ামী লীগ বিদেশীদের ওপর ভর করে ক্ষমতায় টিকে আছে। "অন্য দেশের মদদে ইলেকশন ক্রাইম করেছে শেখ হাসিনা। নিরাপদ প্রস্থানের পথ অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। জনগণের আন্দোলনে সরকারের পতন হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প নেই," বলছিলেন তিনি। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন কর্মসূচির ইঙ্গিতে তার বক্তব্যে পাওয়া যায়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন বিরোধী দলের বিরোধিতা অতিক্রম করে আপাতত সরকার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারলেও তা স্থিতিশীলতায় রূপ দেয়া

যাবে কি-না সেটা বুঝতে আরও সময় লাগবে। "দৃশ্যমান কোন সহিংসতা না থাকলেও সরকার একদলীয় শাসনের দিকে গেছে। সেটাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আদৌ বলা যায় কি-না সে প্রশ্নটাই তো বড় হয়ে উঠতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জোবাইদা নাসরীন।

শেখ হাসিনা যখন টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছিলেন তখন দেশে বড় প্রশ্ন ছিল, বিরোধী দল কারা হচ্ছে? অথচ রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে এবং তাদের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে। এমন পরিস্থিতিকে কতটা সঠিক বলা যায় সে প্রশ্নও তোলেন মিজ নাসরীন। "এটি ঠিক যে এক দলের বাইরে এখন কিছু নেই। তবে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে। আবার সরকার কীভাবে এগুচ্ছে সেটিও দেখতে হবে। বিরোধী মত ও দলগুলোর কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় কি-না তা দেখার বিষয় হবে। হয়তো কিছুদিন গেলে বোঝা যাবে যে, সত্যিকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশে ফিরে আসে কি না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। অন্যদিকে বিরোধী দল বা সমালোচকরা যাই বলুক সংসদ ও রাজনীতিতে আবারও আওয়ামী লীগ সরকারের আধিপত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, এখন যেই পরিস্থিতি সেটিকে জনগণ বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। "এটা হলো বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়ার মতো পরিস্থিতি। কিন্তু স্থিতিশীলতা কতটা, সেটা বলা কঠিন। এটা কতটা টেকসই হয় সেটা নির্ভর কর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সরকারে সুশাসন ও জবাবদিহিতা কতটা আসে তার ওপর।" মি. ইফতেখারুজ্জামান বলেন এখন সামনের দিনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি নির্ভর করতে পরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর, কারণ মানুষের অসন্তোষের সাথে সংকট যোগ হলে পরিস্থিতি এখনকার মতো নাও থাকতে পারে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৪.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের ওপর বড় ধরনের চাপ আছে; এ কথা স্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। রবিবার (১৪ জানুয়ারি) সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। জানান, "সরকার এসব পণ্যের মূল্য সামর্থ্যের মধ্যে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" ওবায়দুল কাদের উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, "পদ্মা সেতু ও ঢাকা মেট্রোরেল উদ্বোধনের পরও সড়কে যথাযথ শৃঙ্খলা আসেনি। আমরা একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি, যা বাস্তবায়িত হলে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।" জাতীয় উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ওবায়দুল কাদের। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৪ এলিনা)

আজ প্রথম অফিস করছেন নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা

বাংলাদেশের নবনিযুক্ত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা রবিবার (১৪ জানুয়ারি) মন্ত্রণালয়ের প্রথম অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এসময় তারা নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বুঝে নেন; পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন। কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। জানান তাদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী জানিয়েছেন যে, রাতারাতি বিদ্যমান সংকট দূর করা যাবে না। শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি বদল করা হবে। আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবেন তিনি। নতুন কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি মনে-প্রাণে কৃষক। এদিকে, নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের বরণ করে নিতে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলো মন্ত্রণালয়-বিভাগগুলো।

অর্থমন্ত্রী : রাতারাতি সব সংকট দূর করা যাবে না

রাতারাতি সব সংকট দূর করা যাবে না বলে জানয়িছেন নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। তিনি বলেন, "অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে; তা সমাধান করতে হবে।" অর্থমন্ত্রী জানান, রোজায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সময় দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় একা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করব। রাতারাতি সব কিছু ঠিক করা যাবে না।" অর্থপাচার রোধে কাজ করা হবে বলে উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী। বলেন, টাকার মূল্য কমে গেছে। সেটা নিয়েও কাজ করা হবে। অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে; একটু সময় দিতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী : 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা দেবো'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, "এটা করতে পারলে ঢাকা শহরে মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হবে না।" সামন্ত লাল বলেন, "আমি প্রতিটি হাসপাতালে যাব; সমস্যা জেনে কর্মপরিকল্পনা করব।" অধ্যাপক সামন্ত লাল সেন আরো বলেন, "আমরা যদি সবাই সিনসিয়ারলি কাজ করি অসম্ভব বলে কিছু নেই।" স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি আগের মতোই থাকবেন। কর্মকর্তাদের তিনি বলেন, "আপনাদের উপদেশ পেলে আমরা যথাযথভাবে কাজ করতে পারব।" স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "আমি চেষ্টা করব। দুর্নীতির বিষয় নিয়ে আমার জিরো টলারেন্স থাকবে।"

শিক্ষামন্ত্রী : 'মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন হতে পারে'

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, দরকার হল, নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি-তে অবশ্যই পরিবর্তন আসতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, শিক্ষায় নানান ধরনের রূপান্তরের কাজ সূচিত হয়েছে। আর এই রূপান্তরের ভিত রচনা করে দিয়েছিলেন আগের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ কী; এমন প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার সব কাজের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রাখতে হয়। তিনি বলেন, "সুতরাং এখানে নতুন করে হঠাৎ কোনো কিছু চিন্তা করার অবকাশ খুবই কম।" "বিদ্যালয় পর্যায় শেষ করার পর শিক্ষার্থীদের অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। এমন সমস্যায় থাকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটির ঊর্ধ্বে;" যোগ করেন মহিবুল হাসান চৌধুরী। তিনি জানান, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, তাদের যেন কর্মভিত্তিক জ্ঞান দেয়া যায় সে চেষ্টা করা হবে। কারিকুলাম হঠাৎ করে আসেনি বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, এটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। "আমরা আগামী দিনগুলোতে শিক্ষা পরিবারের সবাইকে নিয়ে কাজ করব," জানান মহিবুল হাসান চৌধুরী।

পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে, ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ, প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণ এবং পাহাড় কাটা রোধে অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ করে সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহার এবং 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান সাবের হোসেন চৌধুরী।

বিমানমন্ত্রী

বিমানে দুর্নীতি আছে কি না, তা আগে দেখতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান। তিনি বলেন, "আমি আগেও এই মন্ত্রণালয়ে ছিলাম। সুতরাং, এখানকার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি জানি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যে কাজগুলো চলছে সেগুলো যাতে দ্রুত শেষ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখব।" পর্যটন খাত সম্পর্কে তিনি বলেন, পর্যটন খাতে অপার সম্ভাবনা আছে। কীভাবে সেই সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করা যায় সেগুলো দেখা হবে। বিমানের দুর্নীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, "বিমানের দুর্নীতি আছে সেটা আমি স্বীকার করি না। আমাকে আগে দেখতে হবে।"

মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী

মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি বলেছেন, সভ্যতার দুইটি হাত, একটি পুরুষ অন্যটি নারী। কাউকে পেছনে ফেলে কেউ অগ্রসর হয় না। তিনি বলেন, "নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি নারী ও শিশু নিয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ করি। সেজন্য আমার খুবই ভালো লাগার জায়গা এটি।"

কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ বলেছেন যে, তিনি পেশায়-নেশায় সবকিছুর মধ্যে কৃষক। তিনি বলেন, "সবকিছুতেই মোটামুটি টাচ দিয়ে এসেছি। চিফ হুইপ ছিলাম, সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি ছিলো আমার। তবুও বলব, আমি এখনো শিখছি। শেখার শেষ নেই। আমি শিখে কাজ করতে চাই।" কৃষিমন্ত্রণালয়কে একটি বড় দফতর বলে উল্লেখ করেন আব্দুস শহীদ। বলেন, "আমাদের কৃষকদের উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা আছে, করব।" আব্দুর রাজ্জাকের মতো কৃষিবিদ যে মন্ত্রণালয় কাজ করে গেছেন, সেই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকে চ্যালেঞ্জ মনে করছেন কি না; জানতে চাইলে তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যই তো আমাদের জীবন। কোনো কাজ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করে ফলাফল অর্জন করা যায় না।" কৃষিতে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারাকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন নতুন মন্ত্রী। আব্দুস শহীদ আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সিন্ডিকেট সব জায়গায় থাকে। তাদের কীভাবে ভেঙে দিতে হবে, সেটার পদ্ধতি বের করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী

চলমান কাজগুলো শেষ করা বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। তিনি বলেন, "গত তিন মেয়াদে কোনো চ্যালেঞ্জ দেখিনি। এখন আবার কী চ্যালেঞ্জ? এখন মূলত যেগুলো শুরু করেছিলাম সেগুলো শেষ করে যেতে পারাই বড় চ্যালেঞ্জ।" প্রধানমন্ত্রী সবসময় সৎ লোক মূল্যায়ন করেন বলে উল্লেখ করেন ইয়াফেস ওসমান। তিনি বলেন, আমি মনে করি, যদি সততার সঙ্গে কাজ করি, তাহলে চারবার কেন পাঁচবার, ছয়বারও মন্ত্রী হতে পারব। এটাই প্রমাণ হয়েছে।"

উল্লেখ্য, ৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮টি দলের মধ্যে, ২৪টি দল থেকে একজনও জয়লাভ করেনি। আর, হেরে যাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই জামানত হারিয়েছেন। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, সেসব নির্বাচনি এলাকায়।

জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যাণ পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৪ এলিনা)

পূর্ব-পশ্চিমের সব দেশ দিন শেষে আমাদের উন্নয়নের অংশীদার : হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশের ওপর বাইরের কোনো চাপ নেই বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। রবিবার (১৪ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিভক্ত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'-এই পররাষ্ট্রনীতিতে অবিচল থাকবে বাংলাদেশ। তিনি জানান, "পূর্ব-পশ্চিমের সব দেশ আমাদের সরকারের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। দিন শেষে তারা আমাদের উন্নয়নের অংশীদার এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করব।" পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ড. হাছান মাহমুদ। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিভক্তি একটি চ্যালেঞ্জ। এক প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন যে প্রতিটি দেশের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবরণ (পারসপেক্টিভ অ্যান্ড ন্যারেটিভ) রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যকে মূল্য দেয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। এটি একটি চ্যালেঞ্জ।" এক প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ জানান, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের বর্ণনা অনুযায়ী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সব দেশের সঙ্গে কাজ করব। আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি, কারো সঙ্গে বৈরিতা করি না।" পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ আরো জানান যে, সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতিতে মনোনিবেশ করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা জোরদার করবে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সংকট মোকাবেলায়, বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স নিশ্চিত করতে কাজ করবেন বলেও জানান ড. মাহমুদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন যে তথ্য মন্ত্রণালয় তার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। "বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জ এবং এখন বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ চলছে;" যোগ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

যারা জ্বালাও-পোড়াও করেছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না : প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যারা জ্বালাও-পোড়াও করেছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা :
নির্বাচনের আগে যারা জ্বালাও-পোড়াও করেছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
আজ রোববার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ, সবার হাতে মোবাইল ফোন, সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা আছে। যারা এই কাজগুলো করছে তাদের খুঁজে বের করা হবে। ইতোমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এসব ঘটনায় যারা হুমকি দিয়েছে, খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়ার মানুষই আমার বড় শক্তি, বাংলাদেশের জনগণ আমার সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা। আগামীতেও বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

নির্বাচনি ইশতাহারে দেওয়া অঙ্গীকার পালনই সরকারের মূল কাজ : মন্ত্রিসভার সদস্যরা

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচনি ইশতেহারে দেয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে এখন জানানো হচ্ছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন:
নির্বাচনি ইশতেহারে দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়াকেই নতুন সরকারের মূল কাজ বলে মনে করছেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। তাই দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা বলছেন, ২০২৪ সালে নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। দল-মত নির্বিশেষে দেশের অব্যাহত উন্নয়নযাত্রা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে দলের নেতাকর্মীদেরও ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। চলতে হবে সবাইকে একযোগে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কোথাও সহিংসতা বা সংঘাতে জড়ানো যাবে না (স্বকণ্ঠে): দ্রব্যমূল্য ক্রাইসিস অফ এসেন্সিয়াল। ওটাকে সহনীয় পিপলের পারচেজিং পাওয়ারের মধ্যে রাখতে হয় এই কাজটা সবচেয়ে জরুরী।
পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নতুন দায়িত্ব পাওয়া মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বহিঃবিশ্বে দেশের সম্পর্কোন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তিনি(স্বকণ্ঠে): আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব। পূর্ব-পশ্চিম সবার সাথে সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ঘটাব। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মনে করেন (স্বকণ্ঠে): আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মানে যে দেশের যে দ্রব্যমূল্য, এটা আমরা মনে করি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সেই সাথে দুর্নীতি এবং ব্যাংকিং সেক্টর, এটাকে আমাদের আরো কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা। কৃষিমন্ত্রী আব্দুস

শহীদ বলেছেন (স্বকণ্ঠ): আমাদের জিডিপির প্রায় ৮০ পার্সেন্ট কৃষি থেকে আসে। কৃষি যাতে, আমাকে যে মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে আমি মনে করি এখানে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন (স্বকণ্ঠে) : এখানে আমাদের পরিবেশ, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের জীববৈচিত্র এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। আর যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমূল হাসান পাপন মনে করেন (স্বকণ্ঠে): ক্রিকেট ছাড়াও অন্যান্য যে খেলাধুলাগুলো আছে, সেগুলোর মান কীভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলছেন (স্বকণ্ঠে): যারা সাংবাদিকতা জগতে নেতৃত্বে আছেন তাদের সাথে বসব, সলা- পরামর্শ করব। আপনাদের সাথে আলাপ করব যে, আপনারা ধারাবাহিকভাবে এই কাজগুলি করা দরকার সেই কাজগুলো অবশ্যই করব। নতুন কিছু করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মনে করেন, প্রযুক্তির আধুনিকায়নকে ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্মর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই হবে তার মূল চ্যালেঞ্জ।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

ভূমিকম্প উপদ্রুত এলাকায় জোরালো বাতাস এবং ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস

জাপানের আবহাওয়া কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, নতুন বছরের প্রথম দিন আঘাত হানা প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে দেশের মধ্যাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে একটি শক্তিশালী শীতকালীন চাপ বলয় আজ রবিবার রাত থেকে শুরু হয়ে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আরো তীব্র হবে। আজ রবিবার পর্যন্ত, কমপক্ষে ২২১ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ জন দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির কারণে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আবহাওয়া কর্মকর্তাদের ভাষ্যানুযায়ী, নিম্নচাপ বলয়টি ওই এলাকার উপর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, যা অস্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আজ রবিবার রাত থেকে শুরু করে জাপানের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে খুব জোরালো বাতাস বয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার রাতের পূর্বাভাসে বৃষ্টিপাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ধীরে ধীরে তুষারে পরিণত হবে। জাপানের উত্তর ও পূর্বাংশে প্রধানত, জাপান সাগরের মুখোমুখি এলাকাগুলোতে ভারী তুষারপাত হতে পারে। এদিকে, আশ্রয়কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থানের কারণে আরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট অব্যাহতভাবে এই অঞ্চলকে প্রভাবিত করছে। জেলার ৫৫ হাজারেরও বেশি পরিবার বর্তমানে পানিবিহীন অবস্থায় রয়েছে। ভূমিকম্পে স্থানীয় পানি পরিশোধন কেন্দ্র'সহ অন্যান্য স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত সামান্য সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা, মূলত বাসিন্দাদের পানি এবং অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের উপর মনোনিবেশ করে আসছেন। এদিকে, সারা দেশের পৌরসভা থেকে প্রেরিত কর্মীরা যোগ দেয়ায় পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা এখন আরও দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের পাশাপাশি ভূমিধ্বস কিছু এলাকার মানুষকে এখনো বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাদেরকে সরিয়ে নেয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে। ওয়াজিমার ফুকামি এলাকাটি এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এই সপ্তাহের শুরুতে সমস্ত বাসিন্দাদের সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। আরও ভূমিধ্বসের ঝুঁকি থাকায় কর্তৃপক্ষ তাদের সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোতে ভূমি আলগা হয়ে গেছে এবং এমনকি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিও সেখানে ভূমিধ্বসের কারণ হতে পারে। আবহাওয়া কর্মকর্তারা এই বলে সতর্ক করছেন যে, জমে থাকা তুষারের ভারে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ ভবনগুলো ভেঙ্গে পড়তে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, নিজ নিজ বাড়িতে কোনো কাঠামোগত অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে কিনা, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন কর্মকর্তারা।(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৪.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

স্বতন্ত্র না জাতীয় পার্টি, কে হচ্ছে বিরোধী দল?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল কে হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা। দু-একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এ নিয়ে কথা বললেও আইন কী বলে? বাকী প্রার্থীরাই বা কী বলছেন? দুই-একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য বিচ্ছিন্নভাবে এই বিষয়ে কথা বলছেন। কিন্তু এটা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। হয়নি কোনো বৈঠক। সরকারের সঙ্গেও তারা এ নিয়ে কোনো যোগাযোগ করেননি বলে জানা গেছে। এদিকে, নিজেদেরকে বিরোধী দল বলে দাবি করছে জাতীয় পার্টি। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংসদের স্পিকারের মতামতের অপেক্ষায় তারা। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ''আমরাই বিরোধী দল। বাকিটা এখন স্পিকারের এখতিয়ার।'' ৩০ জানুয়ারি বসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন।

মূলত দুইজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের কথাই ঘুরে ফিরে আলোচনায় আছে। ফরিদপুর-৩ আসন থেকে বিজয়ী স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য একে আজাদ নির্বাচিত হওয়ার পর বলেন, ''যেহেতু জাতীয় পার্টি মাত্র ১১টি সিট পেয়েছে আর স্বতন্ত্র পেয়েছে ৬২টি, যদি নেত্রী (শেখ হাসিনা) মনে করেন, আমাদের বিরোধী দল গঠন করা উচিত।'' আর ফরিদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী (নিক্সন চৌধুরী) বলেছেন, ''এখনো বিরোধী দল গঠন হয়নি। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব। আমরা অবশ্যই জোট গঠন করব।'' নিক্সন চৌধুরী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং এ কে আজাদ ফরিপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা। ওই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও রোববার তাদের পাওয়া যায়নি।

এবারের সংসদে মোট স্বতন্ত্র সদস্য ৬২ জন। এর মধ্যে তিন জন সদস্য ছাড়া বাকি সবাই আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগের ৫৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুই জনের দলীয় পদ নেই। বাকি সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমঝোতার কারণে গাইবান্ধা-১ আসনের নৌকার প্রার্থী আফরোজা বারী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় তার মেয়ে আবদুল্লাহ নাহিদ নিগার স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। আফরোজা বারী সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। নাহিদ নিগারের দলীয় পদ নেই। পিরোজপুর-৩ আসনে জয়ী শামীম শাহনেওয়াজেরও আওয়ামী লীগে পদ নেই। তার ভাই মঠবাড়িয়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুর রহমান মনোনয়ন পেয়েছিলেন। জাতীয় পার্টিকে আসন ছাড়ায় নৌকা হারান। শামীম শাহনেওয়াজ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে এমপি হয়েছেন। আওয়ামী লীগের বাইরে তিন স্বতন্ত্র হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের সৈয়দ এ কে এম একরামুজ্জামান সুখন। তিনি বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ছিলেন। নির্বাচনে অংশ নেয়ায় তাকে বহিস্কার করা হয়। সিলেট-৫ আসনের মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। আর লতিফ সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত। তিনি টাঙ্গাইল-৪ আসনে বিজয়ী হয়েছেন। নওগাঁ-৬ থেকে বিজয়ী স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে জয়ী অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''আমাকে নেত্রী নৌকা প্রতীক দিতে পারেননি। কিন্তু তিনি তো আমাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। শেখ হাসিনা আমার নেতা। তাকে সহযোগিতা করাই আমার কাজ। সরকারি দল বা বিরোধী দল ওসব কিছু না। নেত্রী যা বলবেন আমি তাই করব। আর এর পরেরবার আমি তো নৌকা প্রতীক পাব নিশ্চিত।'' আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমি তো আওয়ামী লীগের পদ ছাড়ব না। তাহলে বিরোধী দল হব কীভাবে!'' পিরোজপুর-৩ আসনের শামীম শাহনেওয়াজেরও কথার সুর একই। তিনি বলেন, ''আমরা ৬২ জন প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের। তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত দেন ওটার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। দেখা যাক। আমরা আবার নিজেদের মতোও থাকতে পারি। প্রধানমন্ত্রী কী সিদ্ধান্ত দেন দেখি।'' তিনি জানান, ''আমরা যারা স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছি তারা এখনো একসঙ্গে বসতে পারিনি। নিজেরা কথা বলতে পারিনি। বসার কোনো তারিখ এখনো ঠিক হয়নি।''

বরগুনা-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার টুকু। তার কথা, ''আমি বিরোধী দলে যাব কীভাবে? আমি তো একটা দল করি। আমি তো জেলা আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমি আওয়ামী লীগেই আছি। আমি স্বতন্ত্রই থাকব।'' তিনি আরো বলেন, ''স্বতন্ত্র হলেও আমি আওয়ামী লীগেরই এমপি। এলাকার মানুষের কাছে আমার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আছে। সেগুলো বাস্তবায়ন করব। আর স্বতন্ত্ররা বিরোধী দল হবে এটা নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো পর্যায় থেকে কেউ কথা বলেননি,'' জানান তিনি।

স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে আওয়ামী লীগের যারা জয়ী হয়েছেন তারা মনে করেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হলেও তারা আওয়ামী লীগ নেতা। তাই তারা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের মতই ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা পাবেন। এলাকার উন্নয়নেও তারা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের মতই ভূমিকা রাখতে পারবেন। এলাকায় প্রভাব প্রতিপত্তি সবই থাকবে। দলের নেতা-কর্মীরাও তাদের সঙ্গে থাকবেন। আর পরের সংসদ নির্বাচনে তারা সহজেই নৌকা প্রতীক পাবেন। বিরোধী দলে গেলে এসব হবে না। আর বিরোধী দলে গেলে যদি দলীয় পদ ছাড়তে হয় তাহলে এলাকায় তারা নেতৃত্ব হারাবেন। সেটা তারা চান না।

এবার জাতীয় পার্টি ১১ আসন পেলেও দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, ''আমরাই তো বিরোধী দল। তারা যারা স্বতন্ত্র সবাই আওয়ামী লীগের। এখন সংসদে যারা বিরোধী তাদের মধ্যে যে দল বা অধিসঙ্গকে স্পিকারের কাছে বড় মনে হবে তাদেরকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারেন বিরোধী দল হিসেবে। স্বতন্ত্রদের বিরোধী দল হতে হলে তাদের জোট বা দল গঠন করতে হবে। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদে আছেন। ওই পদ ছেড়ে তারা নতুন দল বা জোট গঠন করতে পারবে বলে আমার কাছে মনে হয় না।'' তার কথা, ''তারপরও তারা যদি বিরোধী দলের স্বীকৃতি পায় তাহলেও প্রকৃত বিরোধী দল থাকব আমরাই। আমরা হয়ত বিরোধী দলের সুযোগ-সুবিধা পাব না।'' তিনি জানান, সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধী দল কারা তার সিদ্ধান্ত হয়।

সংসদে বিরোধী দল কিংবা বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচনের বিষয়ে সংবিধানে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা স্পিকারের। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২(১) (ট) ধারায় বলা হয়েছে, বিরোধীদলীয় নেতা অর্থ হল, ''স্পিকারের বিবেচনামতে যে সংসদ সদস্য সংসদে সরকারি দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্ষেত্রমতে দল বা অধিসঙ্গের নেতা।'' সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম বলেন, ''স্বতন্ত্রদের বিরোধী দল হতে সংবিধান বা আইনে কোনো বাধা নেই। তাদের দেখাতে হবে তাদের যে দল বা অধিসঙ্গ তা এখন যে বিরোধী দল আছে (জাতীয় পার্টি) তাদের ১১ জনের চেয়ে স্বতন্ত্রদের সংখ্যা বেশি। তবে কার্যপ্রণালী বিধিতে শর্ত আছে। বিরোধী দলীয় নেতাকে তার দল নিয়ে সরকারের বিরোধিতা করতে হবে। এখন কেউ যদি বলে সে সরকারি দলের কমিটিতে থেকে সরকারি দলের বিরোধিতা করবে, এটা তো কন্ট্রাডিকটরি হয়। তারা দলীয় পদ বহাল রেখে সম্ভবত বিরোধী দল হতে পারবে না,'' বলেন এই আইনজীবী। তবে তিনি একটি ক্ষীণ সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, ''যদি স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা দলীয় পদ স্থগিত করে বিরোধী দল হন তাহলে হয়তো হতে পারে। তবে আমার মনে হয় প্রাকটিক্যালি এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম।'' এদিকে, বিষয়টি যেহেতু স্পিকারের এখতিয়ারে, তাই এটা নিয়ে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী জায়গা থেকে প্রকাশ্যে কিছু বলা হচ্ছে না। তবে একজন আওয়ামী লীগ নেতা জানান, স্বতন্ত্ররা এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করেননি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জয়ী ১৬ স্বতন্ত্র

এমপি হাজী সেলিমের নেতৃত্বে জোট করেছিল। তারা আওয়ামী লীগের পদে থাকলেও দলটির সংসদীয় দলে যোগ দিতে পারেননি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১৪.১.২৪ রিহাব)

নতুন মন্ত্রীদের ভাবনায় রাজনীতি-অর্থনীতি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেয়ার পর শুরু করেছেন অফিস। রোববার সকাল থেকে সচিবালয়ে মন্ত্রীদের কার্যালয়ে একে একে আসতে থাকেন নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২৬ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিয়েছেন। এরপর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস শুরু করেন। যোগদানের পর সাংবাদিকদের তারা জানিয়েছেন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে নিজেদের পরিকল্পনার কথা। দেশীয় অর্থনীতিক চাকাকে আরো গতিশীল করা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির চ্যালেঞ্জের নিয়ে কথা বলেছেন তারা। নির্বাচনের পর প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়ার পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা পেলেও পশ্চিমা অনেক দেশের বিবৃতিতে নির্বাচন নিয়ে খুব একটি সন্তুষ্টি প্রতিফলিত হয়নি।

নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেব দায়িত্ব পাওয়া ড. হাছান মাহমুদ নিজ দপ্তরে রোববার সাংবাদিকদের বলেন, ''বিভিন্ন দেশের নানা পারসেপশন (ধারণা), ন্যারেটিভ (পটভূমি) থাকে। কিন্তু দিন শেষে সবাই একসঙ্গে কাজ করব, এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। সবাই আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। তবে আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কনসার্নগুলোকে (উদ্বেগ) মূল্য দেব।'' ভোটের আগে থেকে অ্যামেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান এবং ভোট পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘসহ নানা সংগঠনের উদ্বেগ নিয়ে নতুন সরকার কোনো চাপ অনুভব করছেন না বলে জানিয়েছেন গত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করা এই আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি বলেন, ''আমরা কোনো চাপ অনুভব করছি না। নির্বাচন নিয়ে বহু চাপ, গভীর চাপ, মধ্যম চাপ—নানা ধরনের চাপ ছিল। নানা চাপ উতরে নির্বাচন হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা কারও কোনো চাপ কখনো অনুভব করি না।'' জনগণ যাদের প্রত্যাখান করেছে, তাদের নিয়ে চিন্তা নেই এমন মন্তব্যই করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি অবশ্য এই কথার মধ্য দিয়ে বিএনপিসহ সমমনা যে দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেয়নি তাদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। রাজধানীর সচিবালয়ে রোববার নতুন করে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনে এক প্রতিক্রিয়ায় গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তারা এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করা সাবেক কূটনীতিক আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে এবার দেয়া হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। করোনা মহামারি এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনীতির চাপ পড়েছে বাংলাদেশে। তাই বিশ্লেষকেরা বলছেন অর্থমন্ত্রীর সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম দিন অফিসে এসে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছেন নতুন অর্থমন্ত্রী। আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, ''অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে, সেটা মোকাবিলায় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব।'' উচ্চ মূল্যস্ফীতি, টাকার মান কমে যাওয়া, বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমতে থাকা মিলিয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি। টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনা সরকার কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবেন এ নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা। রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, ''সমস্যা সমাধানে অবশ্যই কাজ করব। এ জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। কোনো সমস্যা রাতারাতি সমাধান হবে না। এ জন্য সময় দিতে হবে।''

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টানাপড়েনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই টানাপড়েন যে শেষ হয়ে যায়নি তা বুঝা যাচ্ছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের কথায়। মন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করার প্রথম দিনে সাংবদিকদের বললেন, ''অনেকে ভেবেছে এই নির্বাচন আমরা করতে পারব না। তাদের সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে। আমাদের স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করেছি। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ আসবে আমরা জানি।'' রোববার সকালে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি আরো বলেন, ''বিদেশের চাপ আসবে। আমাদের অর্থনীতিকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্র আছে। এগুলো অতিক্রম করতে হবে, এগুলোকে ভয় পেলে চলবে না। সাহস রাখতে হবে।''

দ্রব্যমুল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের। আর তাই নতুন সরকার কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে সেদিকে দৃষ্টি থাকবে সবার। অবশ্য বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) আশার বাণী শোনালেন। বললেন, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুতদারদের শক্ত হাতে দমন করা হবে। দুমাস পরেই শুরু হচ্ছে রমজান। আর তাই খুব দ্রুতই অবশ্য পরীক্ষায় নামতে হবে প্রতিমন্ত্রীকে। মজুতদারদের ঠেকিয়ে বাজার স্থিতিশীল রেখে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবের এই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন কি না সেটিই এখন দেখার বিষয়।

সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি রোধে 'জিরো টলারেন্স মেইনটেইন' করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। আগুনে পোড়া রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা দিয়ে আসার এই চিকিৎসকের ওপর আস্থা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার কাজ শুরুর প্রথম দিনেই মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব, মহাপরিচালক, ঊর্ধতন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি। এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, ''স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমি নতুন কোন লোক নই। প্রধানমন্ত্রী আমাকে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন।'' শিগগিরই

দেশের হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করার কথা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, ''টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়াতে আমার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে কাজ করব।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১৪.১.২৪ রিহাব)

নির্বাচন তো হলো, এরপর কী হবে?

প্রথমেই বলে নিই, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেভাবে হলো, তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই হতাশ। যে 'নির্বাচনে' ভোটারদের বেছে নেওয়ার পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প না থাকে, তাকে নির্বাচন বলা যায় কিনা, তা নিয়েও আমার প্রবল সন্দেহ রয়েছে। এবারের নির্বাচনে কোনো কোনো আসনে হয়ত ব্যালট পেপারে ১০-১১ জন পর্যন্ত প্রার্থীর নাম ও প্রতীক ছিল, কিন্তু মর্মান্তিক বাস্তবতা হচ্ছে—এদের সকলেই কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগেরই লোক। কেউ সরাসরি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, কেউ স্বতন্ত্র, কেউ বিদ্রোহী, কেউ ডামি। এরা সবাই সরাসরি আওয়ামী লীগেরই নেতা বা কর্মী। আর আওয়ামী লীগের বাইরে অন্য দলের যে সকল প্রার্থী ছিলেন তারাও প্রকান্তরে আওয়ামী লীগেরই শরিক, সহযোগী অথবা অনুগত। ফলে, ওই ব্যালট পেপারে যে প্রতীকেই সিল দেওয়া যাক না কেন, সেটা প্রকারন্তরে আওয়ামী লীগের পকেটেই যাবে। যে ভোট প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র দল ছাড়া অন্য কারো সরকার গঠনের ন্যূনতম সম্ভাবনা থাকে না, তাকে নির্বাচন বলার সুযোগ কোথায়?

তারপরও নির্বাচন একটা হয়ে গেল। এর মাধ্যমে যথারীতি আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতাতেও বসে গেল। ঘটা করে নতুন মন্ত্রিসভাও গঠিত হলো। এখন নতুন এই মন্ত্রী, এমপি, সংসদ, সরকার—এগুলোকে আপনি যতই অবৈধ বলুন বা অপছন্দ করুন তাতে বাস্তবতা তেমন একটা পাল্টাবে না। এদের বিষয়ে আপনার বিতৃষ্ণা থাকতে পারে, কিন্তু এদের অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। এই সরকারকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। চলতে চলতে হয়তো পাল্টে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারবেন, কিন্তু যতদিন পাল্টাতে না পারবেন ততদিন বাধ্যতামূলক যাত্রাটা অব্যাহত রাখতে হবে।

তত্ত্বগতভাবে যে কোনো সরকারই জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তারা যা কিছু করে, জনগণের জন্যই করে। সেই কাজটা সে ঠিকঠাকমতো করছে কি না, সেটা আবার জনগণ বিচার করে। এই বিচারের উপরেই নির্ভর করে জনগণ তাকে আবারও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করবে কি না—সেটা। তাই প্রতিটি নির্বাচনের আগে সরকার জনগণের কাছে যায় ভোট প্রার্থনার জন্য। জনগণ যদি মনে করে পূর্ববর্তী পাঁচ বছর এরা ভালো কাজ করেছে, তাহলে আবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায়। আর মনে না করলে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়।

এসবই তত্ত্বের কথা। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতাটা সেরকম নয় মোটেই। সরকার নিজেরাই একটা পদ্ধতি তৈরি করেছেন, তারপর বলেছেন—এই পদ্ধতির মাধ্যমেই যথাযথভাবে জনমতের প্রতিফলন ঘটবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—না এভাবে নয়। এভাবে জনমত প্রতিফলিত হবে না। বরং সরকার তার ইচ্ছা অনুযায়ী ফল বানিয়ে নিতে পারবে। জনগণের একটা বড় অংশও বিরোধী দলের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়েছে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি পাল্টায়নি। সরকার তার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ীই 'নির্বাচন' আয়োজন করেছে। অনেক কটি রাজনৈতিক দল তাতে অংশ নেয়নি, জনগণেরও একটা বড় অংশ ভোট দিতে যায়নি। কিন্তু তাতে সরকারের কোনো অসুবিধা হয়নি। তারা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছে, বলেছে—জনগণ নাকি তাদেরকে পরের মেয়াদের জন্যও বেছে নিয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করেছে ৪১.৮ শতাংশ ভোটার নাকি ভোট দিয়েছে। কিন্তু আসলেই এত ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়েছে কি না তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ রয়েছে। ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটার যাক বা না যাক, জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, বাস্তবতা হচ্ছে—নির্বাচন একটা হয়ে গেছে। আর এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ দফায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। বড় কোনো অস্বাভাবিকতা না ঘটলে এরাই আগামী দিনগুলো সরকারে থাকবে, দেশ চালাবে। সেক্ষেত্রে জনগণের প্রতি এদের দায়বদ্ধতা আসলে থাকবে কতটুকু?

এ প্রশ্নটি কিন্তু মোটেই অমূলক নয়। যারা মন্ত্রী হয়েছেন, যারা এমপি হয়েছেন, তারা বেশ ভালোভাবেই জানেন তাদের এই ক্ষমতায় যাওয়ার পিছনে জনগণ নয় বরং কাজ করেছে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার অনুগ্রহ। এটা কেবল আওয়ামী লীগের মনোনীত এমপিরাই নন, নির্বাচিত অন্য রাজনৈতিক দলের এমপিদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তারাও জানেন, শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ের হাত মাথার ওপর না থাকলে তাদের পক্ষেও নির্বাচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কি সেটা জাতীয় পার্টির ১১ এমপি, কল্যাণ পার্টির সৈয়দ ইব্রাহিম, কিংবা ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন—সকলের ক্ষেত্রেই এই কথাটা প্রযোজ্য। এবার ডিগবাজি দেওয়ার আগে, সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম কি কখনো স্বপ্নেও চিন্তা করেছিলেন যে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন? তাও আবার নিজের এলাকার বাইরে, ভিন্ন একটা এলাকা থেকে? তিনি কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতি করেছেন, কথা বলেছেন, সেই দলের নেতাকর্মীরাই তার হয়ে নির্বাচনে প্রচারণা চলাবে? আর এই সবই হয়েছে শেখ হাসিনার বদৌলতে। ফলে এই ইব্রাহিম সাহেবের দায়বদ্ধতাটা থাকবে কার কাছে? জনগণের কাছে নাকি শেখ হাসিনার কাছে? এখানে তো মাত্র দু-তিন জনের নাম উল্লেখ করা হলো। কিন্তু বাস্তবে এই একই কথা কি অন্য সকল এমপি বা মন্ত্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়? এক ব্যক্তির প্রতি এই যে আনুগত্য, এই যে দায়বদ্ধতা, এটা কি যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ? এখন কেউ যদি বলেন—শীর্ষ নেতা নিজেই জনগণের সকল চাওয়া পাওয়ার প্রতীকে পরিণত হয়ে

গেছেন, তার চিন্তাই জনগণের চিন্তা, তাহলে অবশ্য আর কোনো কথা থাকে না। তেমন কথা এখনো কেউ উচ্চারণ করছেন না বলে যে আগামীতে করবেন না, সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাহলে এখানে জনগণের করণীয় কী? আমার বিবেচনায় আসলে জনগণের কিছুই করার নেই, কেবল প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। জনগণ প্রত্যাশা করবেন, তাদের যে প্রয়োজনগুলো, চাওয়া-পাওয়া, সেগুলো সরকারপ্রধান নিজ অলৌকিক যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তারপর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। আর এতে জনগণ ধন্য হয়ে যাবে। অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বড় প্রকল্প হবে, রাস্তা ঘাট সেতু ফ্লাইওভার হবে, হতেই থাকবে। ৫ টাকার কাজ ১৭ টাকায় হবে। তারপরও জনগণ এই ভেবে তৃপ্ত হবে—১২ টাকা চুরি হয়েছে হোক, সেতুটা তো রয়ে গেছে! আর এই সেতু হওয়াতে এই এলাকার মানুষের কত উপকার হয়েছে তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে দিন রাত তাড়স্বরে বলাবলি হতে থাকবে, মানুষ শুনবে, শুনতে বাধ্য হবে। একসময় সেও ভুলে যাবে তার পকেট থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ১২ টাকার কথা। উন্নয়নের সাফল্যই তখন মূখ্য হয়ে যাবে! কেউ কেউ হয়তো বলতে চাইবেন, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনগণ সংগঠিত হয়ে মাঠে নামতে পারে। আবার বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন অনেকে হয়তো একে আত্মঘাতি হিসাবেও বিবেচনা করতে পারেন। তারা হয়তো স্মরণ করিয়ে দেবেন সামান্য সামালোচনাও অনেক সময় কীভাবে সরকার ও তার লোকদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে থাকে। সামাজিক মাধ্যমে ছোট খাটো স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে স্কুল ছাত্রকেও জেলে নেওয়ার ঘটনা তো এদেশে নতুন কিছু নয়। কাজেই সম্মিলিত দাবি তোলা হয়তো সহজ হবে না, কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করাটাই সুবিবেচনা প্রসূত হবে। আর তাছাড়া তিনি যখন সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি নিজে থেকেই জনগণের সব সমস্যার কথা উপলব্ধি করতে পারবেন—এরকম আশা করাটাই নিরাপদ হবে।

সবমিলিয়ে বটম লাইনটা হচ্ছে, জনগণের প্রতি নতুন সরকারের কোনই দায়বদ্ধতা নেই। বরং জনগণের দায়বদ্ধতা থাকবে সরকারের প্রতি। জনগণের দায়িত্ব হবে সরকারের গৃহিত প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন জানানো। যদি কোনো একটি কাজ পছন্দ নাও হয়, তবুও তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা যাবে না। বরং এই আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে—হয়তো এ থেকেই একদিন ভালো কিছু হবে!

সরকারবিরোধী দলগুলোর কী হবে? এটা আসলে একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। সেই সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আরও একটা প্রশ্ন বেশ জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে—আসলে বিরোধী দলের আদৌ কি কোনো দরকার আছে? গত বেশ কিছুদিন ধরেই সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এবং তাদের দলের শীর্ষ নেতাদের কণ্ঠে একটা কথা খুব শোন যাচ্ছে। তারা বেশ দায়িত্ব নিয়েই বলছেন, বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল। এমন একটা দলের রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। দায়িত্ববান মানুষের মুখে একই কথা যখন বারবার উচ্চারিত হতে থাকে, তখন অবধারিতভাবে সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্নটি জেগে ওঠে—তাহলে কি সরকার বিএনপিকে নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তো এরই মধ্যে ৮০ শতাংশ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আইনগতভাবে তারা নিষিদ্ধ হয়নি; কিন্তু তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একরকম নিষিদ্ধই। তাদের রাজনৈতিক কার্যালয়গুলো প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে। কোথাও বসে বৈঠকও করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, আসলে বিএনপিকে নিষিদ্ধ করা হবে না। এর দরকারও নেই। বরং তাদেরকে যদি জামায়াতের অবস্থায় ঠেলে দেয়, তাহলে তো হয়েই গেল। যেমনটি এবার হলো। নির্বাচনের আগে আগে ঢালাও ভাবে অনেক নেতা-কর্মীকে জেলে ঢোকানো হলো। রাজপথে কোনও কর্মসূচি করতে দেওয়া হলো না। এখন নির্বাচন শেষ। হয়তো আস্তে আস্তে অনেক নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আবার যদি কখনো প্রয়োজন হয়, ধরে ধরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। দশ-বিশটা মামলা তো সবার বিরুদ্ধেই আছে, কাজেই দরকারের সময় আলাদা করে আর অজুহাত তৈরিরও প্রয়োজন হবে না। এই যে পদ্ধতি, ধারণা করা যায় আগামীতে এর আরও সুচারু প্রয়োগের মাধ্যমে সকল বিরোধীদলকেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। অন্তত সরকারি দল সেরকম কিছুই আশা করেন বলে আমার মনে হয়। ফলে সরকারবিরোধী দলগুলো যদি সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে বড় কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে, তাহলে তাদেরকে অবধারিতভাবে এই পরিণতিই বরণ করতে হবে। দেশ হয়ত তখন ক্রমশ একটা একদলীয় শাসনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

এবারের এই নির্বাচনটিকে যারা পছন্দ করেননি, তাদের মধ্যে এখন শেষ ভরসা হিসাবে যে বিষয় রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে—দেখি এখন বিদেশিরা কী বলে, কী করে। বিদেশিদের বলা-বলিটা অবশ্য এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি বলে মত প্রকাশ করেছে। বিপরীত দিকে চীন, ভারত, রাশিয়া নির্বাচনকে ভালো হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো নির্বাচনের আগেই এই বলে সতর্কতা উচ্চারণ করেছিল যে, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু না হলে তারা কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এরই মধ্যে নির্বাচনকে তারা যেভাবে দেখছে, সেটা তারা ব্যক্ত করেছে। এখন তারা আমাদের বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেয়, সেটার জন্য হয়তো অনেকেই অপেক্ষা করছেন। ভিসা রেস্ট্রিকশনকে ছাড়িয়ে অনেকে ভাবছেন নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞার কথা। সেসব যদি আসলেই আমাদের ওপর আরোপিত হয়, সন্দেহ নেই আমরা কিছুটা হলেও বিপাকে পড়ে যাবে। কিন্তু সেই বিপদটা জনগণের ওপর যতটা হবে, ততটা কি সরকার বা ক্ষমতাসীন দলের ওপরও সেরকমই হবে? সরকার যদি জনবিচ্ছিন্ন হয়, তখন জনগণের সমস্যা কি তাদেরকে স্পর্শ করে? (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১৪.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

নির্বাচনের আগে যারা জ্বালাও পোড়াও করেছে তাদের ছাড় দেয়া হবে না: প্রধানমন্ত্রী

নির্বাচনের আগে যারা জ্বালাও-পোড়াও করেছে তাদের ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, এসব ঘটনায় যারা হুকুম দিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। রোববার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। এ সময় যুদ্ধ ও বিশ্বের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সামনে আরো দুর্দিন আসবে বলেও সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

যারা নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের কথা বলেছে তাদের সুর এখন পাল্টে যাচ্ছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও বলেছেন নির্বাচন ঘিরে অনেক বৈদেশিক চাপ ছিল। তবে এগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য কোনো ব্যাপার নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যারা নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের কথা বলেছে এখন তাদের সুর পাল্টে যাচ্ছে। একটু একটু করে তারা আবার ভিন্ন সুরে কথা বলছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশন বিবৃতি তথ্যগত ভুলের কারণে দিয়েছেন: আইনমন্ত্রী

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশন যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটি তথ্যগত ভুলের কারণে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন বলেও আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন। রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সহিংসতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন এমন কোনো বড় ঘটনা বা মধ্যম ঘটনা ঘটেনি যেটিকে কেউ মনে করবে অনেক সহিংসতা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক কারণে কারাগারে যেতে হয়নি বলেও দাবি করেন আইনমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু সেগুলো সমাধান করতে হবে: অর্থমন্ত্রী

অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। তবে তা মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে সময় চেয়েছেন তিনি। রোববার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রথম কার্য দিবসে আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন চ্যালেঞ্জের কথা আমরা সবাই জানি; কিন্তু সেগুলো সমাধান করতে হবে। তবে অগ্রাধিকার হিসেবে এবার রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মজুতদারদের শক্ত হাতে দমন করা হবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুতদারদের শক্ত হাতে দমন করা হবে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম। রোববার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স হলে তিনি এ কথা বলেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অংশ: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেছেন মত প্রকাশে স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গণমাধ্যমে স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে যদি কোনো গোষ্ঠী অপপ্রচার ও মিথ্যাচার করে সেটি গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং এ ধরনের অপতৎপরতাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা নিশ্চিত করা হবে। রোববার সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন নবনিযুক্ত তথ্য ও প্রতিমন্ত্রী। এ সময় তিনি আরো বলেন তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অংশ। দেশের অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এটি আমরা নিশ্চিত করেছি এবং আগামী দিনও তা বজায় রাখতে চাই।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আওয়ামী লীগ কোনো দেশি-বিদেশি চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না : ওবায়দুল কাদের

নতুন করে নির্বাচনের দাবিকে মামা বাড়ির আবদার বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগ দেশি-বিদেশি চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না। আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন আমাদের অনেক কাজ আছে; সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আমরা এখনো সড়কে যানবাহনের শৃঙ্খলা আনতে পারিনি। বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে একযোগে আমরা একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এটা করতে পারলে রোড সেফটি নিশ্চিত হবে। আর অনেক রাস্তা হচ্ছে, সেগুলো স্মার্ট করতে হবে। সেগুলো আমরা দেখব। অনেক সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে বলেন ওবায়দুল কাদের। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

সব দেশই নতুন সরকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহী : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সব দেশ নতুন সরকারের সাথে কাজ করতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তবে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর উদ্বেগকে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া হবে বলে জানান তিনি। রোববার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন হাছন মাহমুদ। তিনি বলেন পূর্ব-পশ্চিম দেশের সঙ্গে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ। নির্বাচন নিয়ে নানা চাপ ছিল, তা উতরে গেছে। সব দেশই নতুন সরকারের সাথে কাজ করতে সম্মত। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন শেষে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা আজ রোববার থেকে তাদের দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। সকাল থেকে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সকলের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছেন। কথা বলেছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। প্রথম কার্যদিবসে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ঢাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হবে। আর কৃষিমন্ত্রী মোঃ আবদুস শহীদ বলেছেন, উৎপাদন বাড়ানো তার মন্ত্রণালয়ের হবে মূল লক্ষ্য। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, পর্যটনে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে কাজ করবেন তিনি। প্রথম কার্যদিবসে নতুন সরকারের ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, ভূমি অফিসে নাগরিকদের ভোগান্তি লেগেই থাকে। আর এই ভোগান্তি কমানোই হবে প্রধান কাজ। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন নিত্য পণ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা অন্যতম অগ্রাধিকার পাবে। নবনির্বাচিত তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন অপপ্রচার বন্ধে কাজ করবো তার মন্ত্রণালয়, পাশাপাশি নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করব।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

জনগণের আন্দোলনেই সরকারের পতন হবে : রিজভী

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন জনগণের আন্দোলনে সরকারের পতন হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন দিতে হবে। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিকল্প নাই। সত্যিকারের গতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের চলমান আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি চলছে, যা এখন সর্বজন স্বীকৃত। সরকার দলীয় লোকেরা সব ব্যাংক লুটে নিয়েছেন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ২৮৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে যুগান্তরী রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রোববার বিচারপতির নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ সংক্রান্ত রিটের রুল যথাযথ ঘোষণা করে এ রায় দেন। সেই সাথে এই রায় পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নিয়োগ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। আদালতে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে বিনা ফিতে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। প্রতিবন্ধী কোটা থেকে নিয়োগ না দেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা হাইকোর্টের রিট করেন। সেই রিটের শুনানি শেষে হাইকোর্ট ২৮৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রশ্নে রুল জারি করেন।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

নোয়াখালী-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা

নোয়াখালী-২ আসনে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্ট সাইদুজ্জামান ওরফে পলাশকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাত দশটার দিকে সোনাইমুড়ি উপজেলার নাটেশ্বরী ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মির্জানগর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। তবে কে বা কারা তাকে খুন করেছে তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পারেনি পুলিশ।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ দিনাজপুরে রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

পৌষের শেষ দিন আজ। প্রায় সারাদেশে ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের দেখা মিলছে না। রোববার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর দিনাজপুরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে। তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৮, ঠাকুরগাঁওয়ে ৯ ডিগ্রি এবং রাজশাহী ও চুয়াডাঙ্গায় ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোঃ তরিকুল নেওয়াজ কবির আজ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন কাল তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে আগামী মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়তে শুরু করবে। আগামী বুধবার থেকে দেশের কিছু স্থানে বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির পর কুয়াশা অনেকটা কেটে যাবে। তারপর শীতও কমতে শুরু করতে পারে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

ঘন কুয়াশার কারণে দুটি বিদেশি ফ্লাইট হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে নামতে পারেনি

ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট নামতে পারেনি। সেগুলো পরে কলকাতায় চলে গেছে। তবে বেলা বেড়ে যাওয়ার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠা-নামা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ কামরুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিন। শনিবার, ১৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকাস্থ রাশিয়ার দূতাবাস। এতে বলা হয়, রুশ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নবগঠিত সরকার প্রধানের পদে নিয়োগ লাভ করায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অংশীদারত্বের চেতনায় অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, সরকারি পর্যায়ে সক্রিয় যৌথ কার্যক্রম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও মানবিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর সহযোগিতার সহায়ক হবে। এটি সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ান ফেডারেশন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বার্থ পূরণ করবে।' বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, সুস্থতা ও দায়িত্বশীল কর্মকাণ্ডে সাফল্য কামনা করেন মিশুস্তিন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক সোমবার

নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসছে সোমবার, ১৫ জানুয়ারি। জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠক হবে।' এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার, ১৩ জানুয়ারি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাড়িতে মন্ত্রিপরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। বৈঠকের আলোচ্যসূচি সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় হবে প্রথম বৈঠকের মূল বিষয়। এ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করবেন। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের আগামীর পথচলার দিক-নির্দেশনা দেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর গত ১১ জানুয়ারি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ২৫ জন মন্ত্রী ও ১১ প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

নতুন করে নির্বাচনের দাবি মামাবাড়ির আবদার : সেতুমন্ত্রী

বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর নতুন করে নির্বাচনের দাবিকে মামাবাড়ির আবদার বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ রোববার সচিবালয়ে মন্ত্রীর কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। নতুন সরকারের সামনে কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'মানুষের জীবনে রাজনীতি বলুন, অর্থনীতি বলুন সর্বক্ষেত্রেই জীবন চ্যালেঞ্জিং। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সেই চ্যালেঞ্জ আরো কঠিন। তবে আমি মনে করি, কোনো চ্যালেঞ্জই মোকাবিলা করা অসম্ভব নয়। 'আমরা যখন পদ্মাসেতু কাজ শুরু করেছিলাম তখন কেউ ভাবেনি এটা শেষ করা সম্ভব হবে। বিশ্বব্যাংকও পাশে ছিল না। কিন্তু আমরা পদ্মাসেতু করতে পেরেছি। মেট্রোরেল দিয়ে যে এ শহর সমৃদ্ধ হবে এ কথাও কেউ ভাবেনি। কিন্তু সেটাও শেখ হাসিনার সরকার উপহার দিয়েছে। আমাদের অনেক কাজ আছে সামনে, অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। তবে এখনো আমরা সড়কে যানবাহনের শৃঙ্খলা আনতে পারিনি। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে একযোগে আমরা একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এটা করতে পারলে রোড সেফটি নিশ্চিত হবে। আজ অনেক রাস্তা হচ্ছে। রাস্তাগুলো স্মার্ট করতে হবে। এ বিষয়গুলোও আমরা দেখব। অনেক সড়কের নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষণতার সঙ্গে সব মোকাবিলা করে যাচ্ছেন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগে অনেক ধরনের কথা বলছে, দুই-চার দিন ধরে তাদের সুর পাল্টে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ফের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ হওয়ার পর প্রথম দিন আজ রোববার সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তবে কাদের উদ্দেশ্য করে এ বক্তব্য দিয়েছেন সেটি স্পষ্ট করেননি মন্ত্রী। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেছেন দেশি-বিদেশি চাপ এখনো রয়েছে। ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপি পুনরায় নির্বাচনের দাবি তুলেছে। এ পরিস্থিতিতে সামনে আপনার কী চ্যালেঞ্জ- এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী যেটা বলেছেন যথার্থই বলেছেন। অনেক বৈদেশিক চাপ আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন অত্যন্ত দক্ষ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী নেতা। তিনি মাথানত করে কারো সঙ্গে কথা বলেন না, তিনি মাথা উঁচু করে থাকেন এবং হৃদয় দিয়ে বাংলাদেশকে ভালোবাসেন বলেই এই সমস্ত চাপ তার কাছে কোনো চাপ নয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে এসব মোকাবিলা করে যাচ্ছেন।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নির্বাচন নিয়ে সব দেশে কম-বেশি প্রশ্ন থাকে, তবে সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আজ রোববার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কারো চাপ অনুভব করছি না। সব চাপ উতরে নির্বাচন হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা কখনো কারো কোনো চাপ অনুভব করি নাই।' নির্বাচন নিয়ে সব দেশে কম-বেশি প্রশ্ন থাকে জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে সব দেশে কম-বেশি প্রশ্ন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষক এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, ভালো একটা নির্বাচন হয়েছে।

তখন প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রাখেন, তোমাদের দেশের চেয়ে ভালো হয়েছে? তখন তিনি বলেছেন, আমাদের দেশেও নির্বাচনের পর নানান প্রশ্ন থাকে। আপনাদের ভালো নির্বাচন হয়েছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পরাজিত প্রার্থীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকার মতো। আমাদের দেশে একটি ভালো ও উৎসবমুখর নির্বাচন হয়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহিংসতামুক্ত হয়েছে এ নির্বাচন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় চ্যালেঞ্জের।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

সমুদ্রে মাছ আহরণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

সমুদ্রে মাছ আহরণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নতুন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান। আজ রোববার দুপুরে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব। স্বচ্ছতা আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সে ব্যাপারে আমি আশাবাদী। এ মন্ত্রণালয়কে কীভাবে আরো উন্নততর জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য মন্ত্রণালয়ের সবাইকে কাজ করতে হবে।' তিনি জানান, 'আমিষের সহজলভ্যতার জন্য এরই মধ্যে আলোচনা হয়েছে।' টিসিবির মতো তার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন পণ্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রি করার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী বলেন, 'এ মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত বলতে হলে আমাকে আরো বুঝতে হবে। এরপর আমি বলতে পারব।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

ইশতাহারের আলোকে এগিয়ে যাবে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় : ফারুক খান

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারের আলোকে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' আজ রোববার বাংলাদেশ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে জনগণের কাছে আমাদের অঙ্গীকারের কথা বলা আছে। আমার প্রথম কাজ হবে, এ মন্ত্রণালয়ের কাজের মাধ্যমে তা পূরণ করা।' মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতে অনেক উন্নয়ন কাজ চলমান। আমার কাজ হবে আমার অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে কাজগুলো সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রী সেবা ও লাগেজ হ্যান্ডেলিং-এর মান আরো উন্নত করা এবং নতুন নতুন লাভজনক গন্তব্যে বিমানের রুট চালু করা।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

দ্রুত ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। আজ রোববার বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ নির্দেশনা দেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল অবদান রাখার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চ্যালেঞ্জ বাড়বে। দক্ষ হাতে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনের দিনগুলো আরো উন্নত ও ভালো হবে। গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের অবস্থানে থেকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করুন। গ্যাস অনুসন্ধান, ভোলার গ্যাস পাইপ লাইন, গ্যাসের মাস্টার প্ল্যান ও ডিপ ড্রিলিং-এর কাজ জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। ডাইনামিক প্রাইসিং আসবে। পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশে কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

মজুতদারি শক্ত হাতে দমন করা হবে জানিয়ে নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা করতে চাই।' আজ রোববার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রথম অফিস করতে এসে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না। কেউ কোনো কারসাজি করে বাজারে অস্থিতিশীলতা তৈরি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। কোনো ভয়ভীতি এটা না। এদেশে যারা ব্যবসা করেন সবাই দেশপ্রেমিক। আমরা বিশ্বাস করি, তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। আমাদের দায়িত্ব থাকবে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা। বিশেষ করে যারা আমাদের এসেনশিয়াল পণ্যগুলো নিয়ে কাজ করে। তেল, চিনি, লবণ এ ধরনের পণ্য নিয়ে যারা কাজ করে তারা যেন স্বচ্ছতা জবাবদিহির সঙ্গে কাজ করে এটা আমরা নিশ্চিত করব।' তিনি বলেন, 'কৃষিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছি। চাল, ভেজিটেবল, মাছ, ডিম, মুরগি কোনো কিছুতে আমাদের ঘাটতি নেই। কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা করতে চাই। উৎপাদক বা আমদানিকারক থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহের সময় কমিয়ে আনতে চাই। সরবরাহ যদি ভালো থাকে তাহলে কেউ বাজারে কারসাজি করার সুযোগ পাবে না এবং কেউ উচ্চমূল্যে বিক্রি করারও সুযোগ পাবে না।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বেশি অগ্রাধিকার : আইনমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের মধ্যে যারা দেশের বাইরে আছেন, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তৃতীয়বারের মতো আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ নিজ দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। এ সময়ে তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকারীদের মধ্যে যারা দেশের বাইরে আছেন, তাদের ফিরিয়ে আনতে আমরা চেষ্টা করছি। সেটার একটি সফলতা আনার জন্য।' বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে অস্বস্তিকর বলে যে মন্তব্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন করেছে, সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আমি একটি কথা বলতে চাই, নির্বাচনের সময়ে কোনো সহিংসতা ছিল না। এমন কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি, যেটাকে অনেক সহিংসতা বলা যায়।' তিনি বলেন, 'আমি সবসময় বলি, রাজনৈতিক কারণে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের কারাগারে যেতে হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল, সে কারণে তাদের কারাগারে যেতে হয়েছে। তাদের মামলা এখনো চলমান। বিচার আদালত করে, সরকারের কোনো হাত নেই। আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানের সঙ্গে কথা বলব। কারণ আমার মনে হয়, তথ্যগত কারণে তিনি এমন বিবৃতি দিয়েছেন।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রকল্প শেষে পুলে গাড়ি জমা না দিলে কঠোর পদক্ষেপ : জনপ্রশাসনমন্ত্রী

প্রকল্প শেষে পরিবহন পুলে গাড়ি জমা না দিলে আগামী দিনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নতুন জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। মন্ত্রিসভায় পদোন্নতি পেয়ে জনপ্রশাসনমন্ত্রী নিয়োগ পাওয়ার পর প্রথম দিন আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ফরহাদ হোসেন বলেন, 'ক্যাডার বৈষম্য নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে শুরুতেই মন্ত্রণালয়-বিভাগগুলোর জনবল কাঠামো যুগোপযোগী করা হবে বলেও জানান জনপ্রশাসনমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা ১৫ বছরের পুরোনো গাড়িগুলো পরিবর্তন করতে চাচ্ছি। আরেকটি চ্যালেঞ্জ, যেটি আমি করতে পারিনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প যখন শেষ হয়ে যায়, সেই প্রকল্পের গাড়িগুলো পরিবহন পুলে এসে পৌঁছানোর কথা, কিন্তু বিভিন্ন কারণে গাড়িগুলো এসে পৌঁছায়নি। এবার আমরা খুবই কঠোর পদক্ষেপ নেব। আইএমইডি থেকে আমরা জানবো কতগুলো প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্প কবে শেষ হয়েছে, গাড়িগুলো কোথায় আছে, সেই গাড়িগুলো আমাদের পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে। বিষয়টি এবার আমরা খুব শক্তভাবে দেখার চেষ্টা করব।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

রাতারাতি সব সংকট দূর হবে না : অর্থমন্ত্রী

আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সময় দিতে হবে মন্তব্য করে নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, 'রাতারাতি সব সংকট দূর হবে না।' আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, 'পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে অর্থ মন্ত্রণালয় একা পারবে না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করব।' অর্থপাচার রোধে কাজ করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'টাকার মূল্য কমে গেছে, সেটা নিয়েও কাজ করা হবে। এ বিষয়ে দেখি কী করা যায়? অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ আছে। একটু সময় দেন।' বর্তমান অর্থনীতিতে যে সংকট সেটা কীভাবে কাটিয়ে উঠবেন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কি কৃত্রিমভাবে করা কি না, সে বিষয়ে সরকারের করণীয় কী, জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বরেন, 'আমার করণীয় বলতে আমাকে একটু সময় দিতে হবে। সমস্যার বিষয়ে আমরা সবাই জানি। আমি দেখছি এবং বোঝার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি সমাধানের চেষ্টা করব।' আমরা কতদিন অপেক্ষা করব, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমিতো বসে থাকার লোক না, নেত্রী যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা আমি দায়িত্ব নিয়ে করব।' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কীভাবে সমন্বয় করবেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মিলেমিশে কাজ করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় তো একা পারবে না।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

রেলকে নিরাপদ বাহনে পরিণত করাই হলো বড় চ্যালেঞ্জ : রেলমন্ত্রী

রেলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন নতুন রেলপথমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম। আজ রোববার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রথম কর্মদিবসে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এ কথা বলেন মন্ত্রী। রেলমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলের যে উন্নয়ন করেছেন এ উন্নয়ন সামনের দিকে আরো সম্প্রসারণ করে আমরা সবাই মিলে রেলকে একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করবো।' মন্ত্রী বলেন, 'নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যমে রেলে আগুন দিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সামনে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো রেলের নিরাপত্তা জোরদার করে এসব ঘটনা দূর করে রেলকে নিরাপদ পরিবহনে পরিণত করা।' মন্ত্রী আরো বলেন, 'রেলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে রেলের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে, তাছাড়া রেলের উন্নয়ন সম্ভব নয়। রেলের দখলকৃত জমি উদ্ধার এবং টিকিটের কালোবাজারি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।' রেলকে আরো এগিয়ে নিতে রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। এরপর মন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং সব মিডিয়ার সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য : গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম ওবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। আজ রোববার

সচিবালয়ে নিজ দফতরে প্রথম কর্মদিবসে মন্ত্রণালয়ের অধীন সব দপ্তর প্রধান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের সব ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন করাই তার একমাত্র লক্ষ্য।' এ লক্ষ্য অর্জনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে জনসেবা করার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি অনুরোধ জানান। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন যথাযথ মেনে চলার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

100 DAYS SINCE UNTHINKABLE ATTACK TRIGGERED DEVASTATING WAR

One hundred days ago, the previously unthinkable happened in Israel. A state, born out of adversity and war only 75 years ago, woke up to what some have since described as a threat to its very existence. On Saturday night, in Tel Aviv, the events of 7 October were commemorated by thousands of people. Uppermost on the minds of everyone were the around 130 hostages abducted by Hamas and still being held in Gaza, although some of them may not still be alive. Just after dawn 100 days ago, thousands of heavily armed Hamas fighters stormed through and over the Gaza border fence in several different places. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

US DELIVERS PRIVATE MESSAGE TO IRAN AFTER YEMEN STRIKES

President Biden says the US has delivered a private message to Iran about the Houthis in Yemen after the US carried out a second strike on the group. "We delivered it privately and were confident we're well-prepared," he said without giving further details. The US said its latest strike was a "follow-on action" targeting radar. Iran denies involvement in attacks by the Houthis in the Red Sea. However, Tehran is suspected of supplying the Houthis with weapons, and the US says Iranian intelligence is critical to enabling them to target ships. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

NAMIBIA CRITICIZES GERMAN SUPPORT FOR ISRAEL OVER ICJ CASE

Namibia has condemned former colonial ruler Germany for rejecting a case at a UN court accusing Israel of committing genocide in Gaza. Germany has offered to intervene on Israel's behalf in the case brought by South Africa at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague. President Hage Geingob urged Germany to reconsider its untimely decision to intervene as a third-party in defence. In 2021 Berlin acknowledged committing genocide in Namibia. German colonisers massacred more than 70,000 Herero and Nama people between 1904 and 1908 . Historians consider this to be the 20th Century's first genocide. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

COLOMBIA LANDSLIDE TOLL RISES TO 33 INCLUDING CHILDREN

The death toll from a landslide in north-west Colombia has risen to at least 33 people with children accounting for most of the victims, the vice president says. Nineteen others were injured and rescue operations are ongoing. Landslides had already closed the road connecting the cities of Medellin and Quibdo so people left their cars and sheltered in a house, an official said. Another landslide then happened, burying them and some of the vehicles. Colombian President Gustavo Preto has pledged all help available to the Choco region. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

CHINA SAYS US GRAVELY WRONG TO CONGRATULATE TAIWAN LEADER

China has accused the US of sending a gravely wrong signal to those pushing for Taiwan's independence after Saturday's election result. US Secretary of State Antony Blinken sent Taiwanese president-elect William Lai a message of congratulations following the result. Beijing called the message aviolation of Washington's commitment to maintain only unofficial ties with Taiwan. Mr Lai has vowed to protect Taiwan from an increasingly aggressive China. But Beijing sees Taiwan as its territory and fiercely challenges any government that says otherwise. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

UK WILL BACK WORDS WITH ACTIONS IN IN YEMEN: CAMERON

Foreign Secretary David Cameron said the UK is "prepared to back our words with actions" against the Houthis, after taking military action in Yemen over their attacks in the Red Sea. Lord Cameron told the BBC the US-UK air strikes were needed after months of attacks on shipping, despite warnings. Sir Keir Starmer said he had backed the operation as action had to be taken. But the Labour leader said he would consider whether to support further action on its merit. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

ISRAEL STRIKES SOUTHERN GAZA CITY SWOLLEN WITH DISPLACED PEOPLE

Ten people in a house sheltering two displaced families in Rafah were among 135 people killed in Israeli strikes over the past 24 hours, Hamas-run health ministry officials said. The southern Gaza city's population has swollen to well over a million people as displaced people from other parts of Gaza seek safely there. The Israel Defence Forces (IDF) said it was looking into the reports. Rockets were also fired from Gaza into southern Israel. Rafah resident Samir Qeshta told AFP his home had been completely destroyed in Israeli bombardment while he and his wife had been out. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

JOHN KERRY TO STEP DOWN AS US CLIMATE ENVOY

US climate envoy John Kerry will soon step down from his role to work on President Joe Biden's re-election campaign, officials have told US media. The former senator and secretary of state, who held the climate role for three years, will reportedly be involved in promoting Mr Biden's work on combatting global warming. The 80-year-old informed his staff of the move on Saturday. Americans will head to the polls in November to elect their next president. Mr Kerry's departure follows the COP28 climate summit in Dubai, where he helped negotiate an agreement for countries to move away from using fossil fuels. (BBC Web Page: 14/01/24, FARUK)

::THE END::